প্রভৃতি সকলগুলিই সাধনপর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ সাধন-ভক্তির ফলরূপা প্রেমভক্তি বিনা শ্রীভগবান্‌কে সাধন-ভক্তিতে বশীভূত করিতে পারা যায় না, তাহাও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপগোস্বামীপাদ ভক্তিগুণ-বর্ণনপ্রসঙ্গে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদি-অনাবৃত আনুকূল্যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা উত্তমা-ভক্তির সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে তিনটি বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্লেশঘ্নী ও শুভদা ভেদে সাধন-ভক্তির দুইটি গুণ ; মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভাভেদে ভাবভক্তির অসাধারণ দুইটি গুণ সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভেদে প্রেম-ভক্তির অসাধারণ দুইটি গুণ উল্লেখ করিয়া সাকল্যে উত্তমাভক্তির ছয়টি গুণ দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যেও আকাশাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্বভূতের গুণ যেমন বায়ু প্রভৃতি পর পরভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি প্রেম-ভক্তিতে ছয়টি গুণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, এইরূপে বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা একমাত্র প্রেম-ভক্তিতেই প্রকাশ করা হইয়াছে। অথচ "ন সাধয়তি মাং যোগ"—ইত্যাদি শ্লোকে উল্লিখিত ভক্তিটি অষ্টাঙ্গযোগাদি-সাধনের প্রতিযোগী সাধন-ভক্তি ভিন্ন সাধনের ফলরূপা প্রেমভক্তি হইতে পারে না। কারণ সজাতি-মধ্যেই প্রতিযোগীতাধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে পারে, বিজাতীয় বস্তুতে প্রতিযোগীধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে পারে না। যেমন ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের অথবা পণ্ডিতই পণ্ডিতের প্রতিযোগী হইতে পারে, কিন্তু অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের অথবা মূর্খ পণ্ডিতের প্রতিযোগী হইতে পারে না। তেমনি অষ্টাঙ্গযোগ, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিযোগী সাধন-ভক্তিই হইতে পারে, ভাবভক্তি বা প্রেম-ভক্তি হইতে পারে না। অথচ প্রেম-ভক্তি বিনাও শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন না—এইরূপ সংশয় নিরাসনের জন্যই এই বিচারটি আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—১১।১৪ অধ্যায়ে উক্ত প্রকরণে উপক্রমে উদ্ধবমহাশয়ের প্রশ্নশ্লোকে—

> "বদন্তি কৃষ্ণশ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
> তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহ একমুখ্যতা॥

হে কৃষ্ণ! বেদজ্ঞ ঋষিগণ মানবগণের মঙ্গলপ্রাপ্তির সাধন বহুবিধই উল্লেখ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের সেইসকল উক্তির মূলে বেদকেই প্রমাণরূপে উল্লেখ করেন। তাঁহাদের উল্লিখিত সাধনগুলি যদি অবৈদিক অর্থাৎ বেদমূলক না হইত, তাহা হইলে ঐসকল উক্তির অযথার্থতা বলা যাইতে পারিত। তাহা হইলে বেদমূলক সাধনগুলির মধ্যে প্রত্যেকটির